[redacted]

[redacted]

বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে লুকিয়ে আফগানিস্তান থেকে ভারতে কিশোর

আফগানিস্তানের কাবুল থেকে উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ারের ভেতরে ঢুকে ভারতে পৌঁছায় এক কিশোর। গতকাল রোববার সকাল ১১টায় কেএএম এয়ারলাইনসের আরকিউ-৪৪০১ ফ্লাইট দিল্লিতে নামার পর ওই কিশোর সেখান থেকে বের হয়ে আসে। খবর এনডিটিভির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৩ বছরের ওই কিশোর কৌতূহলের বশে কাবুলে উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ারে প্রবেশ করে। এরপর উড়োজাহাজটি দুই ঘণ্টা আকাশে উড়ে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। তখন ছেলেটিকে পাওয়া যায়। উড়োজাহাজের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছিল সে।

এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের বললে তারা ছেলেটিকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ছেলেটি বলে, সে আফগানিস্তানের কুন্দুজ শহরের বাসিন্দা। পরবর্তীতে ফিরতি ফ্লাইটে তাকে ফেরত পাঠানো হয়।

ছেলেটি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে বলে, সে কাবুল বিমানবন্দরে লুকিয়ে প্রবেশ করে এবং কোনোভাবে উড়োজাহাজের ‘ল্যান্ডিং গিয়ারের’ জায়গায় ঢুকে পড়ে। নিজের ‘কৌতূহল থেকেই’ সে এই কাজ করে বসে।

পরে ‘ল্যান্ডিং গিয়ারের’ জায়গাটি নিরাপত্তাকর্মীরা তল্লাশি করেন। সেখানে তারা একটি লাল রঙের স্পিকার পান, যেটা ছেলেটি সঙ্গে এনেছে। পরবর্তীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করে উড়োজাহাজটিকে নিরাপদ ঘোষণা করা হয়।

সূত্র: যুগান্তর

সাইফের ছক্কাবাজি দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

শারজায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করার টাটকা সুখস্মৃতি নিয়ে এবার ওয়ানডে সিরিজ জয়ের অভিযানে নামছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে আজ আবুধাবিতে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে শুরু হবে দিবা- রাত্রির ম্যাচ।

শারজার বদলা আবুধাবিতে নিতে দুদলই উদ্গ্রীব। টি-টোয়েন্টির হতাশা ভুলতে ওয়ানডে সিরিজ জিততে আফগানদের উদ্গ্রীব থাকাই স্বাভাবিক। পুরোনো হিসাব চুকানোর আছে বাংলাদেশেরও। গত বছর নভেম্বরে শারজায় দুদলের সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে আফগান স্পিনে নাকাল হয়ে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ।

এ বছর ছয় ওয়ানডের মাত্র একটি জেতা বাংলাদেশের জন্য নিজেদের প্রিয় সংস্করণে ছন্দে ফেরার টনিক হতে পারেন সাইফ হাসান। সব ঠিক থাকলে ছক্কাবাজ সাইফের ওয়ানডে অভিষেক হচ্ছে আজ। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরুর পর নিজেকে মেলে ধরতে না পারায় দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন ২৬ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডার।

ছয় টেস্টে তার প্রাপ্তি ছিল মাত্র ১৫৯ রান ও এক উইকেট। এ বছর এশিয়া কাপের আগে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে সেই সাইফ হয়ে উঠেছেন বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সমার্থক। এশিয়া কাপে চার ম্যাচে ১২ ছক্কা হাঁকিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসার পর আফগানদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও টর্নেডো ব্যাটিংয়ে দুটি ফিফটি উপহার দেন তিনি। শেষ ম্যাচে হাঁকান সাতটি ছক্কা। তাতেই ওয়ানডে দলের দুয়ার খুলে যায় সাইফের সামনে। একদিবসী ক্রিকেটেও সাইফের ছক্কাবাজি অব্যাহত থাকলে আফগান চ্যালেঞ্জ সহজ হয়ে যাবে টাইগারদের জন্য।

আরেক তরুণ ওপেনার তানজিদ হাসানও ছন্দে আছেন। টি-টোয়েন্টি দলে না থাকা ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন এবার দৃশ্যপটে। মিডলঅর্ডারে তাওহিদ হৃদয়, শামমি হোসেন, জাকের আলী ও নুরুল হাসানের মধ্যে একজন একাদশের বাইরে থাকবেন। পেস আক্রমণে মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশ আজ তিন

স্পিনার খেলালে সুযোগ পাবেন রিশাদ হোসেন ও তানভীর ইসলাম। আর তিন পেসার খেলালে বাদ পড়তে পারেন রিশাদ।

আবুধাবিতে শেষ পাঁচটি ডে-নাইট ওয়ানডের চারটিতেই জিতেছে আগে ব্যাট করা দল। বাংলাদেশের মতো আফগানিস্তানও তাই ব্যাটিংয়ে শক্তি বাড়িয়েছে। আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির তুরুপের তাস হতে পারেন অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ গুরবাজ। বোলিংয়ে ভরসা দুই অভিজ্ঞ স্পিনার রশিদ খান ও মোহাম্মদ নবী। বাকিরা নতুন। প্রায় আট মাস পর ওয়ানডে খেলতে নামছে আফগানরা। এটা বাংলাদেশকে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর ।

শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে স্পিনের ইন্দ্রজাল

এশিয়া কাপের ধুলোমাখা স্মৃতি পেছনে ফেলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ্র মরুর বুকে আজ এক নতুন লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শারজাহ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দু’দল।

এশিয়া কাপে ফাইনালের খুব কাছে গিয়েও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল বাংলাদেশের, অন্যদিকে আফগানিস্তান সুপার ফোরেই উঠতে পারেনি। তাই এই সিরিজটি উভয় দলের জন্যই ঘুরে দাঁড়ানোর এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক দারুণ সুযোগ।

আর এই লড়াইয়ের ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে শারজার ধীরগতির ঘূর্ণি সহায়ক উইকেট। তবে সিরিজ শুরুর আগেই বাংলাদেশ শিবিরে বড় দুঃসংবাদ।

দলের নিয়মিত অধিনায়ক এবং ব্যাটিং ভরসা লিটন কুমার দাস এশিয়া কাপে পাওয়া পিঠের চোটের কারণে পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গেছেন। তার

অনুপস্থিতিতে এশিয়া কাপের শেষ দুই ম্যাচের মতো এই সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জাকের আলী অনিক।

লিটনের বদলি হিসেবে দলে ডাক পাওয়া সৌম্য সরকার এখনো সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসা না পাওয়ায় প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে পারছেন না। আফগান স্পিনারদের বিপক্ষে লিটনের যে অভিজ্ঞতা তার অভাব বাংলাদেশ কীভাবে পূরণ করে, সেদিকেই থাকবে সবার দৃষ্টি। শারজার পিচের চরিত্র অনুযায়ী, এই ম্যাচে স্পিনাররাই ছড়ি ঘোরাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যে দল স্পিন সবচেয়ে ভালোভাবে সামলে পাওয়ারপ্লের ওভারগুলোকে কাজে লাগাতে পারবে, তারাই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেবে। ব্যাটসম্যানদের ধৈর্য এবং আগ্রাসনের এক দারুণ মিশ্রণ ঘটাতে হবে। সঠিক সময়ে আক্রমণ করার পাশাপাশি মাঝের ওভারগুলোর জন্য উইকেট বাঁচিয়ে রাখাও হবে বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে বোলারদের জন্য, বিশেষ করে স্পিনারদের জন্য, নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে রান আটকে রাখার কৌশলই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের লড়াই বরাবরই উত্তেজনাপূর্ণ।

এখন পর্যন্ত দুই দল ১৩টি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে আফগানিস্তানের ৭ জয়ের বিপরীতে বাংলাদেশের জয় ৬টিতে। পরিসংখ্যানই বলে দেয়, লড়াইটা কতটা সমানে সমান। তাদের সর্বশেষ দেখা হয়েছিল এশিয়া কাপের মঞ্চে, যেখানে বাংলাদেশ ৮ রানের এক রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিয়েছিল। সেই ম্যাচটিই প্রমাণ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কন্ডিশনে দুই দল কতটা কাছাকাছি মানের। যদিও সামগ্রিক জয়ের হিসাবে আফগানিস্তান কিছুটা এগিয়ে, তবে বেশিরভাগ ম্যাচই ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অল্প ব্যবধানে নিষ্পত্তি হয়েছে।

শারজার ধীরগতির পিচ এবং রাতের ম্যাচে শিশিরের প্রভাব অনেক সময় দলগুলোর শক্তির পার্থক্য কমিয়ে দেয়, যা ম্যাচের ফলাফলকে আরও অপ্রত্যাশিত করে তোলে। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায়, বাংলাদেশের সাইফ হাসান (৭ ম্যাচে ২২৬ রান) এবং তানজিদ হাসান (৮ ম্যাচে ১৫০ রান) ব্যাটিংয়ে কাড়তে পারেন। বোলিংয়ে তাসকিন আহমেদ (৭ ম্যাচে ১৭ উইকেট) এবং মোস্তাফিজুর রহমানের (৮ ম্যাচে ১২ উইকেট) দিকে তাকিয়ে থাকবে দল। সব মিলিয়ে, ক্রিকেটপ্রেমীরা আরও একটি স্পিন-নির্ভর রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের অপেক্ষায়।

সূত্র: মানবজমিন।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৫০০, চলছে উদ্ধারকাজ

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সোমবার শক্তিশালী ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ৫০০ জন মারা গেছে ও আরো এক হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রেডিও টেলিভিশন আফগানিস্তানের (আরটিএ) বরাত দিয়ে জানিয়েছে রয়্টার্স।

তবে কাবুলের তালেবান নেতৃত্বাধীন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্গম এলাকায় পৌঁছানোর কাজ এখনো চলমান থাকায় সরকারি হিসেবে হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি স্থানীয় সময় রবিবার রাত ১২টার (বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৩টা) দিকে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ১৭ মাইল দূরে আঘাত হানে।

আফগান জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শরাফাত জামান বলেন, ‘ভূমিকম্পটি দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আঘাত হানায় মানবিক ক্ষয়ক্ষতি ও অবকাঠামোর ক্ষতির সঠিক তথ্য পেতে কিছুটা সময় লাগবে।

আমরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেছি এবং শত শত মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সহায়তার জন্য পাঠানো হয়েছে।’
পূর্ব আফগানিস্তানের দুর্গম পার্বত্য এলাকা ভূমিধসপ্রবণ হওয়ায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। এই ভূমিকম্পটি বিশেষভাবে ভয়াবহ ছিল, কারণ এটি মাত্র ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) গভীরতায় সংঘটিত হয়। ফলে মাঝারি মাত্রার হলেও এর ধ্বংসক্ষমতা ছিল অত্যন্ত বেশি।

এর আগে ২০২২ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ৫.৯ মাত্রার একটি অগভীর ভূমিকম্পে প্রায় ১,০০০ মানুষ নিহত এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছিল। আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা, কারণ দেশটি ভারত ও ইউরেশীয় প্লেটের মিলনস্থলের ওপর অবস্থিত।

□□□□□: □□□□□ □□□□